রিমান্ড আইন

[মহামান্য উচ্চ আদালতের নজিরসহ]

এডভোকেট শাহিন মোঃ আমান উল্লাহ প্রধান





রিমান্ড আইন নামক বইয়ের মাধ্যমে নিজেকে আইন গ্রন্থ প্রণেতা হিসেবে জাহির করার কিছু নাই। রিমান্ড সংক্রান্ত আইনের বিধি-বিধান গুলো একত্রিত করে বিধি বিধান গুলো একত্রিত করে আমি এই বই যে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছি মাত্র। করোনা কালীন সময়ে হাতে ছিল অখন্ড অবসর। তাই আইনের ছাত্র হিসেবে আমাদের রিমান্ড বিষয়ক আইনগুলো পড়তে গিয়ে মনে হয়েছে এগুলো একত্রে সন্নিবেশিত করে পুস্তক আকারে প্রকাশ করলে মন্দ হয় না। সেই চিন্তা থেকেই মূলতঃ আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

রিমান্ড আইন

[মহামান্য উচ্চ আদালতের নজিরসহ]

এডভোকেট শাহিন মোহাম্মদ আমানউল্লাহ প্রধান
প্রভাষক, মুন্সীগঞ্জ 'ল' কলেজ
সাবেক সাধারণ সম্পাদক
আইনজীবী সমিতি, মুন্সীগঞ্জ।



প্রকাশক
রেজাউল করিম বিল্লাল
সম্প্রীতি প্রকাশ
৪৭/১ বাংলাবাজার (২য় তলা)
ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৭১১৯৫৮১২৩
E-mail : rkbillal74@gmail.com

প্রকাশকাল
আগস্ট ২০২২

প্রচ্ছদ
আর কে বিল্লাল

বর্ণবিন্যাস
বিসমিল্লাহ্ কম্পিউটার্স
৪৭/১ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

মুদ্রণে
শফিক প্রেস
বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

মূল্য
১৬০.০০

ISBN 978-984-95868-2-1

Remand Ain by Advocate Shahin Md. Aman Ullah Prodhan
Published By Rezaul Karim Billal, Sampreety Prokash
47/1, Banglabazer (1st Floor) Dhaka-1100.
Price Tk-160.00 Foreign US$ 5 Only

উৎসর্গ

মামা আফছার উদ্দন ভূঁইয়াকে—
মা বাবার অনুপস্থিতি
যিনি বুঝতে দেননি।

ভূমিকা

রিমান্ড আইন নামক বইয়ের মাধ্যমে নিজেকে আইন গ্রন্থ প্রণেতা হিসেবে জাহির করার কিছু নাই। রিমান্ড সংক্রান্ত আইনের বিধি-বিধান গুলো একত্রিত করে বিধি বিধান গুলো একত্রিত করে আমি এই বই যে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছি মাত্র। করোনা কালীন সময়ে হাতে ছিল অখন্ড অবসর। তাই আইনের ছাত্র হিসেবে আমাদের রিমান্ড বিষয়ক আইনগুলো পড়তে গিয়ে মনে হয়েছে এগুলো একত্রে সন্নিবেশিত করে পুস্তক আকারে প্রকাশ করলে মন্দ হয় না। সেই চিন্তা থেকেই মূলতঃ আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

আইনজীবী হিসেবে স্বল্প পরিসরের পেশাগত অভিজ্ঞতার আলোকে জানতে পারি- রিমান্ডের দুটি দিক রয়েছে। একটি তাত্ত্বিক, অপরটি ব্যবহারিক বা বাস্তব দিক। বাস্তবতার নিরীখে বিচার করলে আমাদের ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থায় রিমান্ড শব্দটি আতঙ্কের সমার্থক। একজন অপরাধী আতঙ্কিত হলে শংকার কিছু নেই। কিন্তু এর নেতিবাজনক প্রয়োগের কারণে অপ্রয়োজনীয় আতঙ্ক সৃষ্টি হলে তা আইনের শাসনের জন্য সুসংবাদ নয়।

ফৌজদারী আইন পেশায় নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবী বন্ধুরা এই বই থেকে সামান্য উপকৃত হলে আমার প্রচেষ্টা সার্থক মনে করব।

অ্যাডভোকেট শাহিন মোহাম্মদ আমান উল্লাহ প্রধান

সূচি

আইন বিষয়ক ধারনা

আইন কাকে বলে এ বিষয়টি বহু তাত্তিক আলোচনার বিষয়। আইনের সংজ্ঞা নিরূপণ করা রাষ্ট্র, দেশ, জাতিভেদে ভিন্নতর। বলা হয় কেউ যদি আইনের যথার্থ সংজ্ঞা দিতে পারে, তাহলে সে জীবিত দার্শনিক, না হয় বোকা। আমরা সে বিতর্কে যাব না, যা বিপদজনক। আইন হচ্ছে " আনুষ্ঠানিকভাবে প্রণীত বা প্রচলিত এমন কতগুলি নিয়ম কানুন যা একটি রাষ্ট্র বা জাতিগোষ্ঠী নিজেদের উপর বাধ্যকর বা অবশ্য পালনীয় বিধি হিসেবে স্বীকার করে। আইন হচ্ছে আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য কিছু নিয়ম-কানুনের সমষ্টি।" অষ্টিনের মতে সার্বভৌমের আদেশই হচ্ছে আইন।

রিমান্ড বা পুলিশ হেফাজতঃ

রিমান্ড বা পুলিশ হেফাজতের সুনির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা ফৌজদারী কার্যবিধিতে পরিলক্ষিত হয় না। রিমান্ড অর্থ কি—রিমান্ডের আভিধানিক অর্থ পুনঃপ্রেরণ। ফৌজদারী কার্যবিধির ৬১ ধারা অনুযায়ী গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে চব্বিশ ঘন্টার বেশী আটক রাখা যায় না সেক্ষেত্রে মামলা সংক্রান্ত কোন তথ্য উদঘাটনের জন্য বিচার বিভাগীয় আদেশ বলে মামলার তদন্ত কার্য সম্পন্ন করার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুলিশ হেফাজতে পুনঃপ্রেরণের আদেশকেই রিমান্ড বলা হয়। অর্থাৎ অপরাধের অধিকতর তদন্তের জন্য গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের নিমিত্তে পুলিশ আদালতের কাছে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে হাজির করে পুনরায় তার হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজনে আদালত বরাবর যে আবেদন করে, রিমান্ড বলতে তাই বুঝায়; যদিও রিমান্ডের ব্যবহারিক অর্থ সর্বদা আভিধানিক অর্থকে সমর্থন করে না।

রিমান্ডের প্রয়োজনীয়তা

১। ফৌজদারী কার্যবিধি বা অন্যকোন আইনে রিমান্ড সম্পর্কে সুস্পষ্ট বা সূনির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা না থাকলেও তদন্ত প্রক্রিয়ায় রিমান্ড একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ; যদিও রিমান্ডের নামে এমন কিছু ঘটে যা বর্ণানাতীত। অধিকতর তদন্তের জন্য বা গুরুত্বপূর্ণ কোন মামলার রহস্য উদঘাটনের জন্য রিমান্ডের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তবে এর যথেচ্ছা ব্যবহার বা অপব্যবহারের কারণে রিমান্ডের প্রয়োজনীয়তা অনেক সময় প্রশ্নবিদ্ধ হয়। যা হোক ফৌজদারী কার্যবিধির ৬১, ১৬৭, ৩৪৪ ধারাসমূহ এবং পি.আর.বি'র ৩২৪ ধারা পর্যালোচনায় কেন রিমান্ডের প্রয়োজন হয় সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। কাজেই গুরুত্বপূর্ণ মামলার তথ্য উদঘাটনের জন্য আইনগতভাবে রিমান্ডের যেমন প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, তেমনি এর অপব্যবহারের কারণে রিমান্ডের প্রয়োজনীয়তা ক্ষেত্রবিশেষে প্রশ্নবিদ্ধ হয়। ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৭ ধারায় রিমান্ড সর্ম্পকে যা বলা হয়েছেঃ- যখন কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পুলিশ হেফাজতে আটক রাখা হয় এবং প্রতীয়মান হয় যে, ৬১ ধারায় নির্ধারিত চব্বিশ ঘন্টা সময়ের ভিতরে তদন্ত সমাপ্ত করা যাবে না এবং অনুরূপ বিশ্বাস করার কারণ আছে যে, অভিযোগ বা সংবাদ দৃঢ়ভিত্তিক তা হলে থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার, তিনি যদি সাব ইন্সপেক্টর পদের অধঃস্তন না হন, অবিলম্বে অতঃপর নির্ধারিত ডায়রীতে লিখিত ঘটনা বিষয়ক তথ্যের নকলসহ আসামীকে নিকটতম জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে প্রেরণ করবেন।

২। এই ধারা অনুযায়ী আসামীকে যে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে প্রেরণ করা হবে, তার সংশ্লিষ্ট মামলার বিচার করার এখতিয়ার থাক বা না থাক,

রিমান্ড বা পুলিশ হেফাজতঃ

রিমান্ড বা পুলিশ হেফাজতের সুনির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা ফৌজদারী কার্যবিধিতে পরিলক্ষিত হয় না। রিমান্ড অর্থ কি—রিমান্ডের আভিধানিক অর্থ পুনঃপ্রেরণ। ফৌজদারী কার্যবিধির ৬১ ধারা অনুযায়ী গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে চব্বিশ ঘন্টার বেশী আটক রাখা যায় না সেক্ষেত্রে মামলা সংক্রান্ত কোন তথ্য উদঘাটনের জন্য বিচার বিভাগীয় আদেশ বলে মামলার তদন্ত কার্য সম্পন্ন করার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুলিশ হেফাজতে পুনঃপ্রেরণের আদেশকেই রিমান্ড বলা হয়। অর্থাৎ অপরাধের অধিকতর তদন্তের জন্য গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের নিমিত্তে পুলিশ আদালতের কাছে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে হাজির করে পুনরায় তার হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজনে আদালত বরাবর যে আবেদন করে, রিমান্ড বলতে তাই বুঝায়; যদিও রিমান্ডের ব্যবহারিক অর্থ সর্বদা আভিধানিক অর্থকে সমর্থন করে না।

রিমান্ড বা পুলিশ হেফাজতঃ

রিমান্ড বা পুলিশ হেফাজতের সুনির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা ফৌজদারী কার্যবিধিতে পরিলক্ষিত হয় না। রিমান্ড অর্থ কি—রিমান্ডের আভিধানিক অর্থ পুনঃপ্রেরণ। ফৌজদারী কার্যবিধির ৬১ ধারা অনুযায়ী গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে চব্বিশ ঘন্টার বেশী আটক রাখা যায় না সেক্ষেত্রে মামলা সংক্রান্ত কোন তথ্য উদঘাটনের জন্য বিচার বিভাগীয় আদেশ বলে মামলার তদন্ত কার্য সম্পন্ন করার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুলিশ হেফাজতে পুনঃপ্রেরণের আদেশকেই রিমান্ড বলা হয়। অর্থাৎ অপরাধের অধিকতর তদন্তের জন্য গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের নিমিত্তে পুলিশ আদালতের কাছে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে হাজির করে পুনরায় তার হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজনে আদালত বরাবর যে আবেদন করে, রিমান্ড বলতে তাই বুঝায়; যদিও রিমান্ডের ব্যবহারিক অর্থ সর্বদা আভিধানিক অর্থকে সমর্থন করে না।

তিনি তার বিবেচনা মত আসামীকে উক্তরূপ হেফাজতে আটক রাখার নিমিত্তে বিভিন্ন সময়ে কর্তৃত্ব প্রদান করবেন। তবে অনুরূপ আটকের মেয়াদ সর্বমোট পনের দিনের অধিক হবে না। মামলাটি বিচার করার বা বিচারার্থে পাঠাবার যদি তার এখতিয়ার না থাকে এবং তিনি আটক রাখা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করেন, তবে তিনি আসামীকে অনুরূপ এখতিয়ার সম্পন্ন ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে প্রেরণের আদেশ প্রদান করতে পারবেন। তবে শর্ত হল যে, তৃতীয় শ্রেণীর কোন ম্যাজিষ্ট্রেট এবং সরকার দ্বারা এই বিষয়ে বিশেষভাবে কর্তৃত্ববান নন, অনুরূপ কোন দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে পুলিশের হেফাজতে আটক রাখার কর্তৃত্ব দিবেন না।

৩। এই ধারা অনুসারে আসামীকে পুলিশের হেফাজতে আটক রাখার ক্ষমতা-প্রদানকারী ম্যাজিষ্ট্রেট তার অনুরূপ আদেশের কারণ লিপিবদ্ধ করবেন।

৪। চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট বা চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট ছাড়া অপর কোন ম্যাজিষ্ট্রেট অনুরূপ আদেশ দিলে, তিনি আদেশের কারণসহ আদেশের একটি নকল চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট বা চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট এর কাছে প্রেরণ করবেন।

৪ক) কোন চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট বা চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট অনুরূপ আদেশ প্রদান করলে, তিনি তার আদেশ দেবার কারণসহ আদেশের একটি নকল মহানগর দায়রাজজ বা দায়রা জজ এর কাছে প্রেরণ করবেন।

রিমান্ড সম্পর্কিত সাক্ষ্য আইনের ২৫ ধারা

কোন অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি পুলিশ অফিসারের কাছে দোষ স্বীকার করে থাকলে তা তার বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহ্হার করা যাবে না।

রিমান্ডের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য আইনের ২৬ ধারা

পুলিশ অফিসারের হেফাজতে থাকাকালে কোন ব্যক্তি দোষ স্বীকার করলে যদি তা কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুপস্থিতিতে হয় তবে তা উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রমাণ করা যাবে না।

রিমান্ড সম্পর্কিত সাক্ষ্য আইনের ২৭ ধারা :

* রিমান্ডের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য আইনের ২৫ ও ২৬ ধারা অনুযায়ী পুলিশের কাছে প্রদত্ত স্বীকারোক্তি প্রযোজ্য না হলেও সাক্ষ্য আইনের ২৭ ধারা ভিন্ন ব্যতিক্রম, সাক্ষ্য আইনের ২৭ ধারা অনুযায়ী কোন বিষয় সম্পর্কে যদি এরূপ সাক্ষ্য পাওয়া যায় যে অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি পুলিশ অফিসারের হেফাজতে ছিল এবং তার নিকট থেকে খবরের ফলে কোন বিষয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, তাহলে খবরের যে অংশ উদঘাটিত বিষয়ের সাথে স্পষ্টরূপে সংশ্লিষ্ট, তা স্বীকরোক্তি হোক বা না হোক, প্রমাণ করা যেতে পারে।

বাংলাদেশ পুলিশ রেগুলেশন (পি.আর.বি) অনুযায়ী রিমান্ড আইন

ক) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে প্রেরণ এবং পুলিশ হেফাজতে রাখার আবেদনঃ- ফৌজদারী কার্যবিধির ৬১ ধারা এবং ১৬৭ ধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতারের পর থেকে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তদন্তকার্য সম্পন্ন না হলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কেস ডায়রীতে অর্ন্তভূক্তির অনুলিপিসহ নিকটতম ম্যাজিষ্ট্রেটের বরাবরে প্রেরণ করতে হবে। মামলার বিষয় বিবেচনায় যতই যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকুক না কেন, কোন অবস্থাতেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুলিশ হেফাজতে অধিক সময় আটক রাখা যাবে না।

খ) রিমান্ড সম্পর্কিত মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনাঃ- ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৭ ধারার বিধিবিধান সমূহ এবং রিমান্ড মজুর বা না মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে সুষ্ঠু বিচারিক ইচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগের গুরুত্ব সম্পর্কে ম্যাজিষ্ট্রেটের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। এ ধারার অধীনে আদেশ সমূহ বন্দীর উপস্থিতিতে প্রদান করতে হবে। শুনানি শেষে তিনি প্রস্তাবিত আদেশ সম্পর্কে যে কোন আপত্তি উত্থাপন করতে পারেন। অতিরিক্ত আটকাদেশের প্রয়োজন হলে যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য হবে। পুলিশ হেফাজতে রিমান্ডের আবেদন সর্তকতার সাথে পরীক্ষা করা উচিত। সাধারণত: যে ক্ষেত্রে রিমান্ড আবেদন মঞ্জুর করা উচিত সেক্ষেত্রে ব্যক্তি সণাক্তকরণ, সম্পত্তি উদ্ধার বা সণাক্তকরণ, বা অনুরূপ বিশেষ কারণের ক্ষেত্রে পুলিশের সাথে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। বিশেষ করে আদালতের অভিমত এই যে,

কাঙ্খিত দোষ-স্বীকারোক্তিমূলক বিবৃতি দিতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে যদি রিমান্ড আবেদন করা হয়, তবে, সেক্ষেত্রে বন্দীকে পুলিশের হেফাজতে রিমান্ড মঞ্জুর করা উচিত নয়।

গ) পুলিশ হেফাজতে আটক রাখার জন্য রিমান্ডের ন্যায়সঙ্গত শর্ত সমূহ বিদ্যমান থাকলে স্টেশন কর্মকর্তা কেস ডায়রীসহ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিকটতম ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে অগ্রবর্তী করবেন (তার বিচার করার এখতিয়ার থাক বা না থাক) এবং এবিষয়ে পুলিশ সুপারের বরাবরে প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

ঘ) যে সব কারণের উপর ভিত্তি করে রিমান্ড প্রয়োজন হয়, সেসব কারণ রিমান্ড আবেদনে সুস্পষ্ট উল্লেখ করে ম্যাজিষ্ট্রেটের বরাবরে প্রেরণ করতে হবে।

ঙ) পুলিশ হেফাজতে নেয়ার জন্য রিমান্ড আবেদনকে বাঁধা-ধরা বা কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে গণ্য করা যাবে না। রিমান্ড আবেদন উপস্থিত জেলার প্রধান পুলিশ কর্মর্তার মাধ্যমে চীফ ম্যাট্রো পলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট বা চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেটের বরাবরে প্রেরণ করতে হবে।

চ) দ্বিতীয় শ্রেণীর পদমর্যাদার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিম্নে নয় এমন কোন কর্মকর্তা কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুলিশ হেফাজতে আটক রাখার জন্য রিমান্ডের আদেশ প্রদান করতে পারেন না। রিমান্ডের আবেদন কেবলমাত্র উপযুক্ত পদমর্যাদার অধিকারী ম্যাজিষ্ট্রেটের বরাবরে করতে হবে।

ছ) পুলিশ হেফাজতে আটক রাখার জন্য বন্দীকে রিমান্ডের আবেদন মঞ্জুর করার ক্ষমতা আবশ্যকীয় পদমর্যাদার ম্যাজিষ্ট্রেট এবং তাদের অনুপস্থিতিতে একটি বৈঠকে ক্ষমতা সম্পন্ন প্রথম শ্রেণীর অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

জ) বন্দীর বিবৃতি যখন রিমান্ডের উদ্দেশ্যে যাচাই হয়। সেক্ষেত্রে তাকে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের তত্ত্বাবধানে রিমান্ড দিতে হবে।

ঝ) রিমান্ড এর সময়কাল যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত হবে।

ঞ) যখনই কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুলিশ হেফাজতে আটক রাখার জন্য রিমান্ড আবেদন দাখিল করা হবে, অবশ্যই তাকে ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে হাজির করতে হবে। এরূপ আবেদন যতদূর সম্ভব দ্রুততম সময়ের মধ্যে করতে হবে এবং পরবর্তীতে আরও রিমান্ডের প্রয়োজন হলে তা পূর্বোক্ত রিমান্ড আবেদনের সূত্র ধরে পরবর্তী রিমান্ডের আবেদন করতে হবে। একজন বিচারধীন বন্দী ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে প্রথমবার হাজির করানোর পর পনের দিন অতিক্রান্ত হলে উক্ত বন্দী পুলিশ হেফাজতে থাকতে পারে না।

রিমান্ড মঞ্জুরের ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিবেচ্য বিষয় ও পদক্ষেপ সমূহ

১। আদালতে আসামী হাজির করাঃ- রিমান্ড শুনানীর ক্ষেত্রে আসামীকে অবশ্যই ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে অর্থাৎ আদালতে হাজির করতে হবে। আসামী পুলিশের কাষ্টডিতে বা জেলখানায় যেখানেই থাক না কেন, আদালতে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে আসামীর অনুপস্থিতিতে রিমান্ড শুনানী বে-আইনী বলে বিবেচিত হবে।

২। কেস ডায়রী উপাস্থাপন করা :—

আসামীকে যে অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে, ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৭(১) ধারা অনুযায়ী আসামীর বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট অভিযোগ ডায়রীভুক্ত করতে হবে এবং কেস ডায়রীসহ নিকটস্থ উপযুক্ত ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আসামীকে হাজির করতে হবে এবং সে সঙ্গে তার ডায়রীর একটি কপিও পাঠাবেন। পি.আর.বি ৩২৪(গ) নিয়ম।

রিমান্ড মঞ্জুর করার পূর্বে ম্যাজিস্ট্রেটকে অবশ্যই পুলিশ ডায়েরী পরীক্ষা করে নিশ্চিত হতে হবে যে, আসামীর বিরুদ্ধে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তাকে রিমান্ড দেয়ার যৌক্তিকতা রয়েছে।

ডায়েরী কপি পেশ করা না হলে ম্যাজিস্ট্রেট আসামীকে মুক্তি দিতে পারেন। পুলিশ ডায়েরী পেশ করা না হলে সেক্ষেত্রে রিমান্ড মঞ্জুর করা ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা বহির্ভূত।

৩। যুক্তি উপস্থাপন করাঃ- ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৭(৩) ধারা অনুযায়ী আসামীকে পুলিশের হেফাজতে আটক রাখার কর্তৃত্বদানকারী

ম্যাজিস্ট্রেট তার এরূপ আদেশের কারণ লিপিবদ্ধ করবেন। ম্যাজিস্ট্রেটকে সন্তুষ্ট হতে হবে প্রথমতঃ অভিযোগের সুদৃঢ় ভিত্তি আছে; দ্বিতীয়তঃ আসামীকে পুলিশ হেফাজতে দেয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। রিমান্ড মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট জুডিসিয়াল ক্ষমতায় কাজ করেন।

৪। ম্যাজিস্ট্রেটের সহজাত ক্ষমতাঃ রিমান্ড মঞ্জুর বা না-মঞ্জুর ম্যাজিস্ট্রেটের সহজাত ক্ষমতা। ম্যাজিস্ট্রেটের রিমান্ড নামঞ্জুরের আদেশ দায়রা জজ নাকচ করে রিমান্ডের আদেশ দিতে পারেন না।

৫। জখমী আসামীর শারীরিক পরীক্ষাঃ পুলিশ প্রতিবেদন দৃষ্টে যদি আসামীর শরীরে কোন জখম দেখা যায়, তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট রিমান্ড মঞ্জুর করার পূর্বে জখম কিভাবে হল তা অনুসন্ধান করে দেখে পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। তা না করে রিমান্ড মঞ্জুরের আদেশ দান খুবই অসমীচীন।

হেফাজত কালে আইনজীবী নিয়োগ

বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৩ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে গ্রেফতারকৃত কোন ব্যক্তিকে যথাশীঘ্র গ্রেফতারের কারণ জ্ঞাপন না করে প্রহরায় আটক রাখা যাবে না এবং উক্ত ব্যক্তিকে তার মনোনীত আইনজীবীর সাথে পরামর্শ ও তার দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। পুলিশ হেফাজতে থাকার সময় কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি যৌক্তিক বাধানিষেধ সাপেক্ষে আইনী পরামর্শ পাওয়ার আইনী অধিকার রয়েছে।

ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪৪ ধারা

কার্যক্রম স্থগিত বা মূলতবী রাখায় আসামীকে হাজতে প্রেরণ। হাজতে প্রেরণের যুক্তিসঙ্গত কারণঃ

১। সাক্ষীর অনুপস্থিতি বা কোন যুক্তিসঙ্গত কারণে কোন অনুসন্ধান বা বিচার শুরুর কার্যক্রম স্থগিত রাখা বা মূলতবী রাখা প্রয়োজনীয় বা সঙ্গত হয়ে পড়ে, তাহলে আদালত উপযুক্ত মনে করলে কারণ উল্লেখপূর্বক লিখিত আদেশ দ্বারা আদালত যে শর্তে উপযুক্ত মনে করেন সে অনুযায়ী, যে সময়ের জন্য যুক্তিসঙ্গত মনে করেন সে সময়ের জন্য তা স্থগিত বা মূলতবী রাখতে পারবেন এবং আসামী হাজতে থাকলে পরোয়ানা দ্বারা তাকে রিমান্ড দিতে পারবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারা অনুযায়ী ম্যাজিস্ট্রেট কোন আসামীকে একাধারে পনের দিনের অধিক মেয়াদের জন্য রিমান্ডে পাঠাতে পারবেন না।

২। হাইকোর্ট ছাড়া অন্য কোন আদালত কর্তৃক এ ধারার অধীন প্রদত্ত প্রত্যেকটি আদেশ লিখিত এবং প্রিজাইডিং জজ বা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক স্বাক্ষরিত হবে।

ব্যাখ্যাঃ রিমান্ডের জন্য যুক্তিসঙ্গত কারণে আসামী অপরাধ করে থাকতে পারে-এ মর্মে সন্দেহ সৃষ্টির মত পর্যাপ্ত সাক্ষ্য যদি সংগ্রহ হয়ে থাকে এবং রিমান্ড দ্বারা আরও সাক্ষ্য সংগ্রহ হতে পারে বলে যদি প্রতীয়মান হয় তাহলে তা আসামীকে রিমান্ডে দেওয়ার যুক্তিসঙ্গত কারণ হবে।

রিমান্ড মঞ্জুরে কর্তৃত্ববান বা ক্ষমতাবান

১। মহানগর এলাকায় মুখ্য মহানগর ম্যাজিস্ট্রেট, মহানগরের বাইরে মুখ্য বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট রিমান্ড মঞ্জুর করতে পারেন, মামলাটি বিচার করার তার অধিক্ষেত্র থাক বা না থাক।

এছাড়া—

২। প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট।

৩। সরকার কর্তৃক বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট।

উপরোক্ত ২ ও ৩ নং ক্রমিকে উল্লেখিত ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক রিমান্ড মঞ্জুরের ক্ষেত্রে রিমান্ড মঞ্জুরের আদেশ দেয়ার কারণসহ আদশের নকল তার উর্ধ্বতন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করবেন।

রিমান্ড মঞ্জুরের বিবেচ্য বিষয়

কোন আসামীকে পুলিশ রিমান্ডে তখনই দেয়া যায় যখনঃ-

১। আসামীকে গ্রেফতার করা হয়;

২। আসামীর বিরুদ্ধে যদি তদন্ত বিদ্যমান থাকে;

৩। কেস ডায়রীর অনুলিপি পেশ করা হয়;

৪। আসামীকে আদালতে উপস্থাপন করা হয়;

৫। আসামীকে রিমান্ড দেয়ার যদি উপযুক্ত কারণ বিদ্যমান থাকে।

রিমান্ড দেয়া যে ক্ষেত্রে সমীচীন নয়

১। আটক ব্যক্তি স্বীকারোক্তি প্রদান করবে বলে প্রতীয়মান হয়েছিল বা বিবৃতি দেবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছিল, কিন্তু আসামী তা করেনি; তবে পুনরায় স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য রিমান্ডের আবেদন মঞ্জুর করা সমীচীন নয়।

২। ফৌজদারী কার্যবিধি ১৬৪ ধারা মতে জবানবন্দী রেকর্ড করার ক্ষেত্রে প্রস্তুত করার লক্ষ্যে এবং যদি সে দোষস্বীকারোক্তি প্রদানে ব্যর্থ হয়, তখন আটক ব্যক্তিকে রিমান্ডে দেয়ার অনুমতি সমীচীন নয়।

৩। আটক ব্যক্তিকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করা না হলে ম্যাজিস্ট্রেট রিমান্ডের আদেশদানে এখতিয়ারবান নয়।

৪। শুধুমাত্র কোন মামলায় পুলিশ তদন্ত পরিচালনা করলে এ ধারা প্রযোজ্য হয়। ফৌজদারী কার্যবিধির ২০২ ধারামতে তদন্তকালে রিমান্ড মঞ্জুর করা যায় না।

৫। শুধু পুলিশ তদন্ত সমাপ্ত করার উদ্দেশ্যে আসামীকে রিমান্ডে দেয়া উচিত নয়।

৬। আসামী গ্রেফতার না হলে রিমান্ড দেয়া যাবে না।

৭। গ্রেফতার বৈধ না হলে আসামীকে রিমান্ড দেয়া সমীচীন নয়।

৮। ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৭ ধারামতে পুলিশ রিমান্ড দেয়ার বিধান দন্ড প্রাপ্ত কয়েদীর ক্ষেত্রে কার্যকরী নয়। তবে সাজাপ্রাপ্ত কয়েদীকে তদন্তের স্বার্থে প্রয়োজন হলে জেলখানায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি সাপেক্ষে জিজ্ঞাসাবাদ করা যায়।

৯। রাজসাক্ষীকে পুলিশ রিমান্ডে দেয়া যায় না।

১০। শান্তিরক্ষার মুচেলেকা এর আওতায় আটক ব্যক্তিকে রিমান্ডে দেয়া যায় না।

১১। ফৌজদারী কার্যবিধির ১৭৩ ধারামতে পুলিশ রিপোর্ট দাখিলের পর তদন্ত কার্যক্রম সমাপ্ত হয়। এর সাথে সাথে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৭ ধারার বিধান মতে পুলিশ রিমান্ড দেয়ার কার্যকারিতার পরিসমাপ্তি ঘটে।

১২। যখন অভিযুক্তকে জামিনে মুক্তি দেয়া হয়, তখন তাকে পুনরায় পুলিশ রিমান্ডে দেয়ার এখতিয়ার ম্যাজিস্ট্রেটের থাকে না।

১৩। সর্বমোট পনের দিনের জন্য রিমান্ড দেয়া যায়, এর বেশী সময়ের জন্য আসামীকে পুলিশ রিমান্ডে দেওয়া যায় না।

১৪। আসামীকে ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে হাজির করতে হবে। অন্যথায় আসামীর অনুপস্থিতিতে রিমান্ড মঞ্জুর বৈধ বলে বিবেচিত হবে না।

রিমান্ড মঞ্জুরের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উপাদান সমূহ

ফৌজদারী কার্যবিধির রিমান্ড সম্পর্কিত সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা পাওয়া যায় না। তবে ফৌজদারী কার্যবিধির ৬১ ও ১৬৭ ধারার মধ্য থেকে রিমান্ড সম্পর্কিত ধারণা পাওয়া যায় এবং কখন আসামীকে রিমান্ডের আদেশ ম্যাজিস্ট্রেট দিতে পারেন বা কোন উপাদান গুলো রিমান্ডের আদশেদানে প্রয়োজনঃ-

১। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তদন্তকার্য সম্পন্ন না হলে।

২। অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম যদি এজাহারে না থাকে।

৩। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সনাক্তকরণের জন্য অর্থাৎ নাম পরিচয় ইত্যাদি জানার জন্য।

৪। মামলা সংক্রান্ত মালামাল বা সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য।

৫। মামলা সংক্রান্ত সম্পত্তি চিহ্নিত বা সণাক্তকরণের জন্য।

৬। অপরাধ কাজে ব্যবহৃত অস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু উদ্ধারের জন্য।

৭। অভিযুক্ত ব্যক্তি কতৃর্ক প্রদত্ত বিবৃত্তির সত্যতা যাচাইয়ের জন্য।

৮। মামলার অভিযোগের সত্যতা উদঘাটনের প্রয়োজন দেখা দিলে।

রিমান্ডের আবেদনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় সমূহ

১। এখতিয়ার সম্পন্ন সংশ্লিষ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট রিমান্ডের আবেদন করতে হবে।

২। সংশ্লিষ্ট মামলার তদন্তকারী বা থানার অফিসার-ইন-চার্জ বা তার চেয়ে ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তার মাধ্যমে রিমান্ড আবেদন করতে হবে।

৩। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তদন্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করা না গেলে সে ক্ষেত্রে রিমান্ডের আবেদন পুলিশ করতে পারবে।

৪। কেস ডায়েরী উল্লেখ পূর্বক সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট কারণ লিপিবদ্ধ করে রিমান্ড আবেদন দাখিল করতে হয়।

৫। রিমান্ড আবেদন যতদূর সম্ভব দ্রুততম সময়ের মধ্যে করতে হয়।

৬। আসামীকে উপযুক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে হাজির করতে হয়।

৭। সংশ্লিষ্ট মামলার ডায়েরী আবশ্যকীয়ভাবে আসামীর সাথে পেশ করতে হবে।

৮। পুনরায় রিমান্ডের আবেদন করা হলে সে আবেদন পূর্ববর্তী আবেদনের সাথে সঙ্গতি রেখে পরবর্তী রিমান্ড আবেদন করতে হয়।

৯। কি উদ্দেশ্যে বা কি কারণে তদন্তকারী কর্মকর্তা আসামীকে রিমান্ডে নেয়ার প্রয়োজন মনে করেন, অবশ্যই সে সব কারণ কেস ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করবেন।

১০। কেস ডায়েরীতে উদ্‌ঘাটিত তথ্য ও অন্যান্য বিষয় সমূহের অনুলিপি ম্যাজিস্ট্রেট বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

১১। কোন আসামীর বক্তব্যের সত্যতা যাচাই এর উদ্দেশ্যে যখন রিমান্ড আবেদন দাখিল করা হয় তখন উক্ত আবেদন বিচারক, ম্যাজিস্ট্রেটের বরাবরে করতে হবে।

১২। রিমান্ডের আবেদনকে কম গুরুত্বপূর্ণ বা রুটিন মাফিক কাজ হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না।

রিমান্ড আবেদনের ক্ষেত্রে তদন্তকারী পুলিশ কর্মকর্তার আবশ্যকীয় অনুসরণীয় পদ্ধতি

মহামান্য উচ্চ আদলত রিমান্ড সম্পর্কীত কিছু দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন যা রিমান্ড আবেদনকারী তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক অবশ্য পালনীয়ঃ-

১। পুলিশ কর্মকর্তা গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনকে তার গ্রেফতারের বিষয়টি অবশ্যই অবহিত করবেন।

২। কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার সাথে সাথে পুলিশ কর্মকর্তা গ্রেফতারের তারিখ, সময় উল্লেখপূর্বক গ্রেফতার সম্পর্কিত বিষয়ে স্মারকলিপি প্রস্তুত করতঃ গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির স্বাক্ষর নেবেন।

৩। ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৭(২) ধারার বিধানমতে ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ প্রাপ্তির জন্য গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে হাজির করার সময় গ্রেফতারের সময় প্রস্তুতকৃত স্মারকলিপি, তথ্যের অনুলিপি, ধতর্ব্য অপরাধের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ এবং লিপিবদ্ধ মামলার অনুলিপি অর্থাৎ সকল প্রকার দলিলের অনুলিপি ম্যাজিষ্ট্রেট বরাবর উপস্থাপন করতে হবে।

৪। গ্রেফতারের কারণ কেস ডায়েরীতে উল্লেখ পূর্বক যে ব্যক্তি গ্রেফতারের বিষয়ে তথ্য প্রদান করেছে তার নাম বা যে অভিযোগ দায়ের করেছে তার নাম ঠিকানা প্রকাশ করতে হবে।

৫। যথাযথ কারণ ছাড়া কোন ব্যাক্তির বিরুদ্ধে মামলা দয়ের হলেই গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে পুলিশ হেফাজতে নেয়ার জন্য আবেদন করা যাবে না।

৬। যদি কোন গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে পুলিশ রিমান্ডে বা পুলিশ হেফাজতে নেয়া হয় তবে রিমান্ড শেষে তাকে অবশ্যই ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে হাজির করতে হবে এবং ঐ গ্রেফতারকৃত ব্যাক্তিকে রিমান্ডকালীন সময় শেষে ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে হাজির না করে জুডিসিয়াল হেফাজতে প্রেরণ করা যাবে না।

রিমান্ড সম্পর্কিত মহামান্য উচ্চ আদালতের দিক নির্দেশনা

১। ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক একজন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রথম পনেরো দিনের জন্য বিচার বিভাগীয় হেফাজতে আটক করার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন। অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সুদৃঢ় ও ব্যতিক্রমী কারণ না থাকলে ম্যাজিস্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুলিশ হেফাজতে আটক রাখার ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন না।

২। ম্যাজিস্ট্রেট রিমান্ড মঞ্জুর করার কারণসমূহ অবশ্যই লিপিবদ্ধ করবেন।

৩। ম্যাজিস্ট্রেট অবশ্যই ১৬৭ ধারার বিধান অনুযায়ী আদেশের একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট দায়রা জজের বরাবরে প্রেরণ করবেন।

৪। পনের দিন অতিবাহিত হওয়ার পর পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ চালান যাই হোক না কেন, সেই চালান উপস্থাপন করবেন। যদি তা না করা হয় তাহলে পুলিশ অগ্রবর্তী সময়ের জন্য আবার রিমান্ড আবেদন করলে ম্যাজিস্ট্রেট তা প্রত্যাখ্যান করবেন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তার নিজ জিম্মায় জিম্মাদার ছাড়াই তার জামিন প্রদান করবেন।

৫। অভিযুক্ত ব্যক্তি গ্রেফতার হওয়ার পর পনের দিন অতিক্রান্ত হলেও পুলিশ কর্তৃক যদি রিমান্ড আবেদন উপস্থিত না হয় তাহলে পরবর্তীতে ম্যাজিস্ট্রেট রিমান্ড আবেদন মুলতবীর আবেদন না-মঞ্জুর করবেন।

৬। রিমান্ড আবেদনের দরখাস্তটি অভিযুক্ত ব্যক্তির গ্রেফতার হওয়ার পনের দিন পর, রাষ্ট্র বা পুলিশ কর্তৃক উপস্থাপিত হয়, তাহলে উক্ত দরখাস্তটি ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪৪ধারার বিধান মতে মুলতবী দরখাস্ত হিসাবে গণ্য করা হবে।

৭। রিমান্ড মঞ্জুর করার পূর্বে ম্যাজিষ্ট্রেট অবশ্যই নিশ্চিত হবেন যে অভিযুক্ত ব্যক্তির কাছ থেকে পুলিশ কর্তৃক যে সাক্ষ্য প্রমাণ সংগৃহীত হয়েছে এর মাধ্যমে অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধের সাথে জড়িত থাকার বিষয়টি প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। তাই আবার রিমান্ড মঞ্জুর করা হলে তার কাছ থেকে অধিকতর সাক্ষ্য প্রমাণ সংগৃহীত হবে।

৮। ম্যাজিষ্ট্রেট অবশ্যই আসামীর অনুপস্থিতিতে রিমান্ড কিংবা তা মূলতবী রাখার আবেদন মঞ্জুর করবেন না।

৯। ম্যাজিষ্ট্রেট অবশ্যই রিমান্ড বা রিমান্ড আবেদন মূলতবীর আদেশ তার নিজ আবাসস্থলে প্রদান করবেন না।

১০। ম্যাজিষ্ট্রেট অবশ্যই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে রিমান্ড মঞ্জুর কিংবা মূলতবী আদেশ মঞ্জুর করার সময় এর বিরুদ্ধে যদি আপত্তি থাকে তা উত্থাপনের সুযোগ প্রদান করবেন।

১১। ম্যাজিষ্ট্রেট অবশ্যই অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তি লিপিবদ্ধ করবেন এবং উক্ত আপত্তি প্রত্যাখ্যানের কারণসমূহ উল্লেখ করবেন।

১২। ম্যাজিষ্ট্রেট অবশ্যই পুলিশের নথীপত্র পরীক্ষা করে রিমান্ড প্রদানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

১৩। রিমান্ড আদেশ প্রদান করার পরও যদি তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্ত কার্য পরিচালনা না হয় তবে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট পরবর্তীতে রিমান্ড মঞ্জুর বা মুলতবী আবেদন অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করবেন।

১৪। অত্যাবশ্যকীয় বা অনিবার্য কারণ ছাড়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতারের পর দু'মাস অতিক্রান্ত হলে ম্যাজিস্ট্রেট অবশ্যই কোন রিমান্ড আবেদন বা মুলতবীর আবেদন গ্রহণ করবেন না।

১৫। রাষ্ট্রপক্ষ বা পুলিশ অফিসারের আবেদনের প্রেক্ষিতে ম্যাজিস্ট্রেট অবশ্যই রিমান্ড আবেদনের যথার্থতা বিবেচনা না করে রিমান্ড মঞ্জুর করবেন না।

রিমান্ড মঞ্জুর বা না-মঞ্জুর বিচারিক বিবেচনা প্রসূত মননের উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ ম্যাজিস্ট্রেট রিমান্ড আদেশদানের পূর্বে অবশ্যই নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করবেনঃ

১। অভিযুক্তকরণ সুপ্রতিষ্ঠিত বলে বিশ্বাস করার মত যথাযথ কারণ বিদ্যমান কিনা।

২। পুলিশের তদন্ত অনুষ্ঠানের সময় আসামীর উপস্থিতি প্রয়োজন কিনা।

৩। আসামী অপরাধ করেছে বলে এরূপ সন্দেহের উদ্রেকের জন্য যথেষ্ট সাক্ষ্য পাওয়া গেছে কি-না এবং এরূপ বিবেচনার বিষয় সে রিমান্ডের দ্বারা আরও সাক্ষ্যদি বা গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি পাওয়া যেতে পারে।

৪। পুলিশ রিমান্ডের জন্য যে সময় চেয়েছে, কেসের অবস্থা অনুযায়ী তা যুক্তিসঙ্গত কিনা। কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুলিশ রিমান্ড চাইলে বিচারক অভিযুক্তকে রিমান্ড প্রদান করবেন-না-জামিন মঞ্জুর করবেন তা বিচারকের সুবিবেচনার উপর নির্ভর করে।

রিমান্ড সম্পর্কিত বাংলাদেশ সংবিধান

বাংলাদেশ সংবিধানের ৩৩(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গ্রেফতারকৃত ও প্রহরায় আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে গ্রেফতারের স্থান থেকে ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে আদালতে আনায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যতিরেকে হাজির করা হবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদশে ব্যতীত তাকে তদতিরিক্ত কাল প্রহরায় আটক রাখা যাবে না।

বাংলাদেশ পুলিশ রেগুলেশন পি.আর.বি ৩২৪ ধারায় রিমান্ড সর্ম্পকিত বিধান

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরণ এবং পুলিশ হেফজতে আটক রাখার আবেদন (১৮৬১ সালের ৫ নং আইনের ১২ ধারা)–

ক) ফৌজদারি কার্যবিধির ৬১ এবং ১৬৭ ধারা মোতাবেক অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতারের ২৪ ঘন্টার মধ্যে তদন্ত সমাপ্ত না হলে মামলা ডায়েরীর অন্তর্ভূক্তির একটি নিকটবর্তী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করতে হবে, ঘটনার পক্ষে যতই যুক্তিগ্রাহ্য কারণ থাকুক না কেন কোন অবস্থাতেই পুলিশ হেফাজতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দীর্ঘ সময় আটক রাখা যাবে না।

খ) রিমান্ড সম্পর্কে মহামান্য হাইকোর্ট নিম্নলিখিত আদশসমূহ জারি করেছেনঃ- ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৭ ধারার বিধি এবং রিমান্ড মঞ্জুর বা না-মঞ্জুর সম্পর্কে উক্ত বিধিতে যা উল্লেখ আছে সে সম্পর্কে সুষ্ঠু বিচার বিভাগীয় বিবেচনা প্রয়োগের গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই ধারার অধীনে আদেশ সমূহ বন্দীর উপস্থিতিতে করতে বলা হয়েছে এবং শুনানির পর তিনি প্রস্তাবিত আদেশ সম্পর্কে যে কোন আপত্তি উত্থাপন করতে পারবেন। অতিরিক্ত আটক রাখা প্রয়োজন হলে সম্ভাব্য সংক্ষিপ্ত কালের জন্য রিমান্ড মঞ্জুর করা উচিত। পুলিশ হেফাজতে রিমান্ডের আবেদন সর্তকতার সাথে পরীক্ষা করা উচিত। সাধারণভাবে সে সমস্ত ক্ষেত্রে রিমান্ডের আবেদন মঞ্জুর করা উচিত, যে ক্ষেত্রে ব্যক্তি সনাক্তকরণ, সম্পত্তি উদ্ধার বা সনাক্তকরণ বা অনুরূপ বিশেষ কারণের ক্ষেত্রে পুলিশের সাথে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিতি প্রয়োজনীয় বলে

বিবেচিত হয়। বিশেষ করে আদালতের মত হল, প্রত্যাশিত স্বীকারোক্তি মূলক বিবৃতি দিতে ব্যথর্তার ক্ষেত্রে বন্দীকে পুলিশ হেফাজতে রিমান্ডের আবেদন মঞ্জুর করা উচিত নহে।

গ) পুলিশ হেফাজতে রিমান্ডের যর্থাথতার কারণ বর্তমান থাকলে পুলিশ অফিসার মামলার কপিসহ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিকটবর্তী ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করবেন। উক্ত মামলা বিচার করবার কর্তৃত্ব তার থাক বা না-থাক এবং এই বিষয়ে সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট রির্পোটি করবেন।

ঘ) যে সমস্ত কারণের জন্য রিমান্ড প্রয়োজন সে সমস্ত কারণ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরিত আবেদনপত্রে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

ঙ) পুলিশ হেফাজতে রিমান্ডের আবেদনপত্রকে নিয়মমাফিক বিষয় এবং কমগুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য করা ঠিক নহে।

চ) দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের নিম্নের কেহ পুলিশ হেফাজতে রিমান্ডের আবেদন মঞ্জুর করতে পারবেন না এবং রিমান্ডের আবেদন শুধুমাত্র আবশ্যকীয় পদমর্যার অধিকারী ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট করা যাবে।

ছ) পুলিশ হেফাজতে বন্দীকে রিমান্ডের আবেদন মঞ্জুর করার ক্ষমতা আবশ্যকীয় পদমর্যাদার বেতনভোগী ম্যাজিস্ট্রেট এবং তাদের অনুপস্থিতিতে একটি বৈঠক ক্ষমতাসম্পন্ন প্রথম শ্রেণির অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেটের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

জ) বন্দীর বিবৃতি যাচাই করা যেখানে রিমান্ডের উদ্দেশ্য, সেক্ষেত্রে বন্দীকে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের তত্ত্বধানে রিমান্ডে রাখতে হবে।

ঝ) রিমান্ড এর সময়কাল সম্ভাব্য সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য হওয়া উচিত।

ঞ) পুলিশ হেফাজতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে রিমান্ডে রাখবার আবেদন জানানো হলে তাকে অবশ্যই ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে উপস্থিত করতে হবে। অনুরূপ আবেদন সম্ভাব্য নির্দিষ্ট সময়ের প্রথমেই করতে হবে এবং পুলিশ হেফাজতে আরও রিমান্ডের প্রয়োজন হলে প্রথম আবেদন পত্রের সূত্র ধরে পুনরায় আবেদন করতে হবে। ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে প্রথমবার হাজির করার পর পনেরদিন অতিক্রান্ত হয়েছে এমন বন্দী পুলিশ হেফাজতে থাকতে পারে না।

রিমান্ড সম্পর্কীতঃ আদালত যদি মনে করেন বন্দী ব্যক্তিকে পুলিশ হেফাজতে দেয়া হলে তথ্য পাওয়া যাবে এবং রহস্য উদঘাটন বা ঘটনার সাথে জড়িত অন্য সহযোগীদের সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গভাবে জানা যাবে, তখন পুলিশ হেফাজতের আবেদন মঞ্জুর করতে পারবেন। তবে এ ক্ষেত্রে সংবিধানের ৩৩(২) অনুচ্ছেদের রক্ষাকবচ সম্পর্কে আদালতকে অবশ্য লক্ষ্য রাখতে হবে।

রিমান্ড কিঃ পুলিশ আইনত কোন বন্দীকে ২৪ ঘন্টার বেশী নিজ হেফাজতে রাখতে পারে না। তখন বাধ্য হয়ে আইনী দায়বদ্ধতার কারণে আদালতে পাঠাতে হয়। কিন্তু গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির কাছে যদি পর্যাপ্ত তথ্য আছে বলে পুলিশ মনে করে তাহলে আদালতের কাছে সন্তোষজনক কারণ দর্শিয়ে হেফাজতে আনার জন্য আবেদন করতে হয়। আদালত যদি মনে করেন যে, উক্ত ব্যক্তিকে হেফাজতে নিলে তথ্য পাওয়া যাবে এবং রহস্য উদঘাটনে কিংবা ঘনটার সাথে জড়িত অন্য সহযোগীদের সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গভাবে জানা যাবে, তখন পুলিশ হেফাজতের আবেদন মঞ্জুর করতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে সংবিধানের ৩৩(২) অনুচ্ছেদ সম্পর্কে আদালতকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে।

* রিমান্ডের প্রয়োজন হয় আটক ব্যক্তির বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করার জন্য। পুলিশ হেফাজতের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে ঘটনা সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ে পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ করা এবং ঘটনার রহস্য উদঘটনপূর্বক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। তাই ২৪ ঘন্টার মধ্যে এ ধরনের তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব না হলে আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে পুলিশ হেফাজতে নিয়ে পুরো তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করা।

পুনঃরিমান্ড দেয়ার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়

আসামীকে পুলিশ রিমান্ড আদেশ দেয়ার এখতিয়ার ম্যাজিষ্ট্রেটের। পুলিশ আবেদন করলেই ম্যাজিষ্ট্রেট বাধ্য নয়। রিমান্ডে নেয়ার কারণ অবশ্যই ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট যুক্তিসঙ্গত বলে বিবেচিত হতে হবে।

ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট যুক্তিসঙ্গত না হলে অর্থাৎ :—

ক) মামলার ডায়েরীতে আসামীর বিরুদ্ধে যথেষ্ট তথ্য না থাকলে।

খ) ঘটনার সাথে আসামীর সম্পৃক্ততার প্রমাণ না থাকলে।

গ) আসামীর শরীরে জখম থাকলে।

ঘ) আসামীর অসুস্থতার সমর্থনে কোন যুক্তিসঙ্গত আবেদন থাকলে।

ঙ) আসমীকে একবার রিমান্ডে নেয়া হয়ে থাকলে এবং স্বীকারোক্তি করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে থাকলে।

বর্ণিত বিষয়গুলির উপস্থিতি থাকলে পুলিশের পুনঃরিমান্ডের আবেদন ম্যাজিষ্ট্রেট না-মঞ্জুর করতে পারেন।

আসামীকে রিমান্ডের আদেশ প্রদান করলে পরবর্তী করণীয়

১। আসামীকে পুলিশ লকআপ-এ রাখা যাবে।

২। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তদন্তের জন্য যে কোন জায়গায় নেয়া যাবে।

৩। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তদন্তের জন্য যে কোন জায়গায় রাখা যাবে।

৪। পুলিশ লকআপ-এ আসামীকে খাওয়াতে হবে, তবে এ বিল কন্টিনজেন্ট ফান্ড থেকে আদায় করতে হবে। বেসরকারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতি সাপেক্ষে খাওয়ানো যাবে। তবে এ খাবার পুলিশ কর্তৃক পরীক্ষা করে সরবারহ করতে হবে।

৫। আসামী পুলিশ লক-আপ-এ অসুস্থ হলে চিকিৎসা সহায়তা দিতে হবে।

৬। যদি পুলিশ হেফাজতে আসামী মৃত্যুবরণ করে তাহলে সত্ত্বর নিকটস্থ ম্যাজিষ্ট্রেট যার সুরতহাল করার ক্ষমতা আছে, তাকে তদন্তের জন্য সংবাদ প্রদান করতে হবে। (ফৌজদারী কার্যবিধি ১৭৬)

৭। ২৪ ঘন্টা অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও রিমান্ডের জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আসামীকে হাজির না করা অবৈধ। এজন্য পুলিশ পুলিশ আইনের ২৯ ধারার বিধান প্রযোজ্য হবে।

মহামান্য হইকোর্টের নির্দেশনা

হাইকোর্ট ঘ জেনারেল রুলস এন্ড সার্কুলার এর ২৪নং অর্ডারে রিমান্ড মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে নিম্ন বর্ণিত নিদের্শনা রয়েছে।

অর্ডার ২৪:

ম্যাজিষ্ট্রেট সতর্কতার সঙ্গে ফৌজদারী কার্য বিধির ১৬৭ ধারার বিধান অনুসরন করবেন এবং রিমান্ড মঞ্জুর বা না-মঞ্জুর সংক্রান্ত বিষয়ে সুষ্ঠ বিচারিক সিদ্ধান্ত প্রয়োগের গুরুত্ব ধারণ করবেন।

(১) ১৬৭ ধারায় প্রদত্ত আদেশ অবশ্যই অভিযুক্তের বা আসামীর উপস্থিতিতে প্রদত্ত হবে এবং প্রস্তাবিত আদেশের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি থাকলে শুনানীক্রমে তা আদেশ দিতে হবে।

(২) অধিকতর আটকাদেশ প্রয়োজন হলে রিমান্ড সম্ভাব্য স্বল্প সময়ের জন্য প্রদান করা বিধেয়।

(৩) পুলিশ হেফাজতে রিমান্ড আইনের আবেদন সাবধানতার সঙ্গে পরীক্ষা করতে হবে এবং সাধারণত ব্যক্তি সনাক্ত করণ, সম্পত্তি উদ্ধার বা চিহ্নিত করণ বা অনুরূপ বিশেষ কারণে পুলিশের কাছে অভিযুক্তের উপস্থিতি প্রয়োজনীয় বিবেচিত হলে রিমান্ড অনুমোদন প্রদান করা হবে।

(৪) একজন অভিযুক্ত, যে প্রত্যাশিত দোষ স্বীকারক্তি বা বিবৃতি প্রদানে ব্যর্থ হয়েছে, তাকে পুলিশের আবেদন সত্বেও পুনরায় পুলিশ রিমান্ড প্রদানের অনুমোদন দেয়া যাবে না।

উচ্চ আদালতের নজির সমূহঃ

(১) ধারা ১৬৭: যখন কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতারী পরোয়ানা ছাড়া গ্রেফতার করে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাজির করানো হয়, তখন পুলিশ কর্মকর্তা অবশ্যই কেন ২৪ ঘন্টার মধ্যে তদন্ত কাজ সমাপ্ত করতে পারেননি এবং গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এমন কি বিশ্বাসযোগ্য ও দৃঢ় ভিত্তিক তথ্য গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রাপ্ত হয়েছেন তার কারণ তিনি অবশ্যই ব্যাখ্যা করবেন।

(৫৫ ডি এল আর HCD ৩৬৩)

(২) ধারা ১৬৭; ম্যাজিষ্ট্রেট ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৭(২) ধারার বিধান মতে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে কোন আটককৃত ব্যক্তিকে পুলিশ হেফাজতে রাখার আদেশ প্রদান করার ক্ষমতা অর্পন করা হয়েছে। যদি ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৭(১) ধারায় উল্লেখিত শর্ত সমূহ পূরণ করা না হয় তাহলে ম্যাজিষ্ট্রেট ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৭(২) ধারা অনুযায়ী গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে পুলিশ হেফাজতে দেয়া তো দূরের কথা গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে হাজতে প্রেরণের নির্দেশও দিতে পারেন না।

(৫৫ ডি এল আর HCD ৩৬৩)

(৩) ধারা ১৬৭: ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৭ ধারার বিধান ভঙ্গ করে আটকাদেশ: যেখানে কোন পুলিশ কর্মকর্তা কোন ব্যক্তিকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৬১ ধারায় উল্লেখিত নির্ধারিত সময়ের চেয়ে অধিকতর সময়ের জন্য আটক রাখেন সে ক্ষেত্রে এরূপ আটক অবৈধ বলে গণ্য হবে।

[7MLR(HCD)২৭৩]

ধারা ৬১ ও ১৬৭: একজন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুলিশ হেফাজতে মামলার সামগ্রী বা পরিস্থিতি বিবেচনায় যুক্তি সঙ্গত সময়ের চেয়ে অধিককাল সময়ের জন্য আটক রাখিতে পারিবে না এবং এরূপ সময় গ্রেফতার স্থান থেকে ম্যাজিস্ট্রেটের বরাবরে আসামীকে হাজির করতে যে সময়ের প্রয়োজন হয় সে সময় বাদ দিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত রিমান্ড আদেশ ছাড়া, চব্বিশ ঘন্টার বেশি হবে না। [৪৯ ডিএলঅর (HCD) ৪৭]

(৪) ধারা ১৬৭: পুলিশ হেফাজতে রিমান্ডঃ রিমান্ড মঞ্জুর করার পূর্বে রিমান্ডের ন্যায্যতা নির্ণয়ার্থে ম্যাজিস্ট্রেট অবশ্যই আসামীর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ এবং প্রাপ্ত তথ্যাদি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য পুলিশ ডায়েরি পর্যালোচনা করবেন। [20 DLR (HCD) ২৬৪]

ধারা: ফৌজদারী কার্যবিধি ১৬৭ ধারায় (২) উপধারা অনুসারে 'অগ্রবর্তী' শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে সেই অনুযায়ী গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাজির করা হলে আসামীর উপস্থিতিতে রিমান্ডের আদেশ প্রদান করা উচিত।

[৫৬ ডিএল আর (HCD) ৩২৪]

ধারা ১৬৭: ১৬৭ ধারার বিধান সমূহের উদ্দেশ্য হচ্ছে, অপরাধ উদঘাটনের সময় অবৈধ আটকের মাধ্যমে পুঙ্লিশ অফিসারের উপর ন্যাস্ত ব্যাপক ক্ষমতার সম্ভাব্য অপব্যবহার রোধ করা এবং বেআইনী কাজ থেকে পুলিশ অফিসারকে রক্ষা করার উদ্দেশ্য নয়।

[৫৬ ডিএল আর (HCD) ৩২৪]

ধারা ১৬৭: পুলিশ অফিসারের প্রতিবেদনে যদি উল্লেখ থাকে যে, আসামীর শরীরে আঘাত রয়েছে সে ক্ষেত্রে পুনরায় আসামীকে রিমান্ডে দেয়ার পূর্বে ম্যাজিষ্ট্রেটের দায়িত্ব হবে উক্ত আঘাত সম্পর্কে খোঁজ নেয়া। উক্ত আঘাত কিভাবে পেয়েছেন সে সম্পর্কে তদন্ত করা। এ ক্ষেত্রে ম্যাজিষ্ট্রেট যদি যান্ত্রিকভাবে এসব নিয়মাবলী অনুসরণ না করে রিমান্ড আদেশ দেন তবে তার এরূপ আচরণ কিছুটা হলেও বেআইনী হবে।

[1982 PSC (SC-India]

৫নং আসামীর বিরুদ্ধে নীলাফুলা যখম (৩২৩)

ধারা ১৬৭: যথাযথ কর্তৃপক্ষের আদেশ ছাড়া ২৪ ঘন্টার বেশি সময়কাল পুলিশ হেফাজতে আটক বেআইনী আটক বলে গণ্য হবে। এরূপ বেআইনী আটক থাকাকালীন সময়ে যদি কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষ স্বীকারোক্তি করেন এবং তা লিপিবদ্ধ হয় ঐ দোষ স্বীকারোক্তির প্রভাব সম্পর্কে আদালত তার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবন্ধ করবেন।

[১৬ ডিএল আর (HCD) ২৬৫]

ধারা ৬০: ৬০ ধারার বিধান অনুযায়ী গ্রেফতারী পরোয়ানা ছাড়াই কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয় তাহলে পুলিশ কর্মকর্তা অতি বিলম্বে জামিনের বিধানাবলী সাপেক্ষে মামলাটি বিচার করার এখতিয়ার সম্পন্ন ম্যাজিষ্ট্রেটের বরাবরে হাজির করবেন অথবা ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তার কাছে পাঠাবেন।

[২৯ ডিএল আর (HC) ২৬৫]

নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন, ২০১৩

(২০১৩ সনের ৫০ নং আইন)

নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর অমানবিক অথবা অমর্যাদাকর আচরণ অথবা শাস্তির বিরুদ্ধে জাতিসংঘ সনদের কার্যকারিতা প্রদানের লক্ষ্যে প্রণীত আইন।

যেহেতু ১৯৮৪ সালের ১০ ডিসেম্বর নিউইয়র্কে নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর , অমানবিক লাঞ্ছনাকর ব্যবহার অথবা দন্ডবিরোধী একটি সনদ স্বাক্ষরিত হইয়াছে এবং

যেহেতু ১৯৯৮ সালের ৫ অক্টোবর স্বাক্ষরিত দলিলের মাধ্যমে উক্ত সনদে বাংলাদেশও অংশীদার হইয়াছে এবং

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধাননের ৩৫(৫) অনুচ্ছেদ নির্যাতন এবং নিষ্ঠুর, অমানবিক, লাঞ্ছনাকর ব্যবহার ও দন্ড মৌলিকভাবে নিষিদ্ধ করিয়াছে এবং

যেহেতু জাতিসংঘ সনদের ২(১) ও ৪ অনুচ্ছেদ নির্যাতন, নিষ্ঠুর, অমানবিক ও লাঞ্ছনাকর ব্যবহার ও দন্ড অপরাধ হিসাবে বিবেচনা করিয়া নিজ নিজ দেশে আইন প্রনয়নের দাবি করে এবং

যেহেতু বাংলাদেশে উপরিউক্ত সনদে বর্ণিত অঙ্গীকারসমূহের কার্যকারিতা প্রদানে আইনী বিধান প্রণয়ন সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ-

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন	১। (১) এই আইন নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে। (২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।
সংজ্ঞা	২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই আইনে- (১) অভিযোগকারী অর্থ এই আইনের অধীনের কোন অভিযোগ উত্থাপনকারী কোন ব্যক্তি। (২) সনদ অর্থ ১৯৮৪ সালের ১০ ডিসেম্বর নিউইয়র্কে স্বাক্ষরিত নির্যাতন এবিং অন্যান্য নিষ্ঠুর অমানবিক লাঞ্ছনাকর ব্যবহার অথবা দন্ডবিরোধী সনদ। (৩) সরকারী কর্মকর্তা অর্থ প্রজাতন্ত্রের বেতনভূক্ত কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী।

(৪) আইন প্রয়োগকারী সংস্থা অর্থ পুলিশ, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ান, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, কাস্টমস, ইমিগ্রেশন, অপরাধ তদন্ত বিভাগ(সিআইডি), বিশেষ শাখা, গোয়েন্দা শাখা, আনসার ভিডিপি ও কোস্টগার্ড দেশে আইন প্রয়োগ ও বলবৎকারী সরকারি কোন সংস্থা।

(৫) সশস্ত্র বাহিনী অর্থ সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী অথবা অপর কোনো রাষ্ট্রীয় ইউনিট যাহা বাংলাদেশ প্রতিরক্ষার জন্য গঠিত।

(৬) নির্যাতন অর্থ কষ্ট হয় এমন ধরনের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন এদতব্যতীত-

(ক) কোনো ব্যক্তি বা অপর কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে তথ্য অথবা স্বীকারোক্তি আদায়েঃ

(খ) সন্দেহভাজন অথবা অপরাধী কোনো ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদানে

(গ) কোনো ব্যক্তি অথবা তাহার মাধ্যমে অপর কোন ব্যক্তিকে ভয়ভীতি দেখানো

(ঘ) বৈষম্যের ভিত্তিতে কারো প্ররোচনা বা উস্কানি কারো সম্মতিক্রমে অথবা নিজ ক্ষমতাবলে কোনো

সরকারি কর্মকর্তা অথবা সরকারি ক্ষমতাবলে এইরূপ কর্মসাধনও নির্যাতন হিসাবে গণ্য হইবে।

(৭) হেফাজতে মৃত্যু অর্থ সরকারি কোনো কর্মকর্তার হেফাজতে কোনো ব্যক্তির মৃত্যু ইহাছাড়াও হেফাজতে মৃত্যু বলিতে অবৈধ আটকাদেশ আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক গ্রেপ্তারকালে কোনো ব্যক্তির মৃত্যুকেও নির্দেশ করিবে, কোনো মামলায় সাক্ষী হউক বা না হউক জিজ্ঞাসাবাদকালে মৃত্যুও হেফাজতে মৃত্যুর অন্তর্ভূক্ত হইবে।

(৮) ক্ষতিগ্রস্থ অথবা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি অর্থ ঐ বক্তি যাহাকে এই আইনের অধীনে তাহার উপর অথবা তাহার সংশ্লিষ্ট বা উদ্বিগ্ন এমন কারো উপর নির্যাতন করা হইয়াছে।

আইনের প্রাধান্য

৩। আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

আদালতে অপরাধের অভিযোগ

৪। (১) ফৌজদারী কার্যবিধি ১৯৯৮((Code of Criminal Procedure 1998, Act V of 1998) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন , তাহা সত্ত্বেও এই আইনের এখতিয়ারাধীন কোন

আদালতের সামনে কোন ব্যক্তি যদি অভিযোগ করে যে, তাহাকে নির্যাতন করা হইয়াছে, তাহা হইলে উক্ত আদালত-

(ক) তাৎক্ষণিকভাবে ঐ ব্যক্তির বিবৃতি লিপিবদ্ধ করিবেন।

(খ) একজন রেজিস্টার্ড চিকিৎসক দ্বারা অবিলম্বে তাহার দেহ পরীক্ষার আদেশ দিবেন।

(গ)অভিযোগকারী মহিলা হইলে রেজিস্টার্ড মহিলা চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

(২) চিকিৎসক অভিযোগকারী ব্যক্তির দেহের জখম ও নির্যাতনের চিহ্ন এবং নির্যাতনের সম্ভাব্য সময় উল্লেখপূবর্ক ২৪ ঘন্টার মধ্যে উহার একটি রিপোর্ট তৈরী করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক প্রস্তুতকৃত পিপোর্টের একটি কপি অভিযোগকারী অথবা তাহার মনোনীত ব্যক্তিকে এবং আদালতে পেশ করিবেন।

(৪) চিকিৎসক যদি এমন পরামর্শ দেন যে পরীক্ষাকৃত ব্যক্তি চিকিৎসা প্রয়োজন তাহা হইলে আদালতে ঐ ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভর্তি করিবার নির্দেশ প্রদান করিবেন।

আদালত কর্তৃক মামলা দায়েরের নির্দেশ দান

৫। (১) ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১) (ক) অনুযায়ী বিবৃতি লিপিপদ্ধ করিবার পর আদালত অনতিবিলম্বে বিবৃতির একটি কপি সংশ্লিষ্ট পুলিশ সুপারের কাছে বা ক্ষেত্রমত, তদূর্ধ্বে কোন পুলিশ কর্মকর্তার কাছে প্রেরণ করিবনে এবং একটি মামলা দায়েরের নির্দেশ প্রদান করিবেন।

(২) পুলিশ সুপার উক্ত আদেশ প্রাপ্তির পর পরই ঘটনা তদন্ত করিয়া চার্জ বা চার্জ বিহীন রিপোর্ট পেশ করিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি যদি মনে করেন যে পুলিশ দ্বারা সুষ্ঠভাবে তদন্ত সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি যদি আদালতে আবেদন করেন এবং আদালতে যদি তাহার আবেদন এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদন যথার্থ সেক্ষেত্রে আদালত বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) রিপোর্ট দাখিলের সময় তদন্ত কর্মকর্তা, ক্ষেত্রমত বিচার বিভাগীয় তদন্ত কর্মকর্তা ধারা ৪(১) এর অধীনে বিবৃতি প্রদানকারী ব্যক্তিকে তারিখসহ রিপোর্ট দাখিল সম্পর্কে আদালতকে অবহিত করিবেন।

(৪) উপরোল্লিখিত উপ-ধারা (৩) এর অধীনে নোটিশপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি নোটিশ গ্রহনের ৩০দিনের মধ্যে নিজে ব্যক্তিগত ভাবে অথবা আইনজীবী মারফত আদালতে আপত্তি জানাইতে পারিবে।

(৫) আদালত সংঘটিত অপরাধের সংগে জড়িত ব্যক্তির পদমর্যাদার নিম্নে নহে এমন পদমর্যাদার কোন পুলিশ অফিসারকে মামলার তদন্ত অনুষ্ঠানের নির্দেশ প্রদান করিবেন।

তৃতীয় পক্ষ দ্বারা অভিযোগ

৬। (১) কোনো ব্যক্তিকে অন্য কোন ব্যক্তি নির্যাতন করিয়াছে বা করিতেছে এইরূপ কোন তথ্য তৃতীয় কোন ব্যক্তি আদালতকে অবহিত করিলে আদালত ধারা ৫ মোতাবেক অভিযোগকারীর বিবৃতির ওপর নিজের মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত ব্যক্তির নিরাপত্তা বিধান করিবেন।

(২) যদি অভিযোগকারীর বক্তব্যে আদালত এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, ঘটনাস্থলে পরিদর্শন করা প্রয়োজন তাহা হইলে আদালত উক্ত ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

অভিযোগের অপরাপর ধরণ

৭। (১) ধারা ৫ ও ৬ এ বর্ণিত প্রক্রিয়া ছাড়াও কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্থ না হওয়া সত্ত্বে তৃতীয় কোন ব্যক্তি

দায়রা জজ আদালতে অথবা পুলিশ সুপারের নিচে নয় এমন কোন পুলিশ কর্মকর্তার নিকট নির্যাতনের অভিযোগ দাখিল করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত এ ধরনের কোনো অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ সুপার অথবা তাহার চেয়ে উর্ধ্বতন পদমর্যাদার কোনো অফিসার তাৎক্ষনিক একটি মামলা দায়ের ও অভিযোগকারীর বক্তব্য রেকর্ড করিবেন এবং মামলার নম্বরসহ এই অভিযোগের ব্যাপারে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইতে পারে উহা অভিযোগকারীকে অবহিত করিবেন।

(৩) উপরে বর্ণিত উপ-ধারা (২) মোতাবেক অভিযোগের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহনকারী পুলিশ সুপার অথবা তাহার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা অভিযোগ দায়েরের ২৪ঘন্টার মধ্যে দায়রা জজ আদালতে একটি রেপোর্ট পেশ করিবেন।

অপরাধের তদন্ত

৮। (১) ফৌজদারী কার্যবিধিতে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন এই আইনের অধীনে কোন অপরাধের তদন্ত প্রথম অভিযোগ লিপিবদ্ধ করিবার তারিখ হইতে পরবর্তী ৯০ কার্যদিবসের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে।

(২) কোন যুক্তিসংগত কারনে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে তদন্ত কার্যসম্পন্ন করা সম্ভব না হইলে তদন্তকারী কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে আদালতে উপস্থিত হইয়া বিলম্বের কারন ব্যাখ্যা করিবেন।

(৩) আদালত ক্ষতিগ্রস্ত/সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি/ব্যক্তিদের শুনানী গ্রহণ করিয়া ৩০ দিনের মধ্যে সময় বৃদ্ধির বিষয়টি নিষ্পত্তি করিবেন।

ফৌজদারী কার্যবিধির প্রয়োগ

৯। এই আইনে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, কোন অপরাধের অভিযোগ দায়ের তদন্ত বিচার ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে Code of Criminal Procedure 1998(Act V of 1998) এর বিধান সমূহ প্রযোজ্য হইবে।

অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ, ইত্যাদি

১০। (১) এই আইনের অধীন দন্ডনীয় সকল অপরাধ বিচারার্থ গ্রহনীয় (Cognizable) অ-আপোষযোগ্য (non-compoundable) ও জামিন অযোগ্য (non-bailable) হইবে।

(২) উপ-ধারা (৩) এর বিধান সাপেক্ষে, এই আইনের অধীণ শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংঘটনে জড়িত

মূল এবং প্রত্যক্ষভাবে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে জামিন মুক্তি দেওয়া হইবে না যদি-

(ক) তাহাকে মুক্তি দেওয়ার আবেদনের উপর অভিযোগকারী পক্ষকে শুনানীর সুযোগ দেওয়া না হয় এবং

(খ) তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে তিনি দোষী সাব্যস্ত হওয়ার যুক্তিসংগত কারন রয়িাছে মর্মে আদালত সন্তুষ্ট হন।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত কোন ব্যক্তি নারী বা শারীরিকভাবে অসুস্থ (sick or inform) হইলে সেইক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তি দেওয়ার কারণে ন্যায়বিচার বিঘ্নিত হইবে না মর্মে আদালত সন্তুষ্ট হইলে তাহাকে জামিনে মুক্তি দেওয়া যাইবে।

(৪) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত ব্যক্তি ব্যতীত এই আইনের অধীণ অপরাধ সংঘটনের জন্য অভিযুক্ত অন্য কোন ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তি দেওয়া ন্যায়সংগত হইবে মর্মে আদালত সন্তুষ্ট হইলে তদ্‌মর্মে কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তি দিতে পারিবে।

নিরাপত্তা বিধান

১১। (১) অভিযোগকারী কোনো ব্যক্তি এই আইনে অভিযুক্ত কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে নিরাপত্তা বিধানকল্পে

দায়রা জজ আদালতে পিটিশন দায়ের করিতে পারিবে।

(২) রাষ্ট্র এবং যাহার বিরুদ্ধে নিরাপত্তা চাওয়া হইয়াছে তাহাদেরকে উক্ত পিটিশনের পক্ষভূক্ত করা যাইবে।

(৩) পিটিশন গ্রহণ করিয়া আদালত বিবাদীকে সাত দিনের নোটিশ জারি করিবে এবং ১৪ দিনের মধ্যেই পিটিশনের ওপর একটি আদেশ প্রদান করিবে।

(৪) উপরে উল্লিখিত উপ-ধরা (১) এ বর্ণিত এ ধরনের কোনো মামলা নিষ্পত্তিকালে আদালত প্রয়োজনবোধে ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে অন্যূন সাত দিনের অন্তরীন আদেশ দিতে পারিবে এবং সময়ে সময়ে উহা বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(৫) আদালত এই আইনের অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের তদন্ত কর্মকর্তাদের আদালতের আদেশ পালন নিশ্চিত করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

যুদ্ধ অথবা অন্য ধরেনের অজুহাত অগ্রহণযোগ্য

(৬) আদালত নিরাপত্তা প্রার্থীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের আদশে দিতে পারিবে এবং প্রয়োজনবোধে আদালত স্থানান্তর এবং বিবাদীর নির্দিষ্ট কোনো এলাকায় প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করাসহ নিরাপত্তার বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে

পারিবে।

১২। এই আইনের অধীনে কৃত কোন অপরাধ যুদ্ধাবস্থা, যুদ্ধের হুমকি, আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা অথবা জরুরি অবস্থায় অথবা উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বা সরকারি কর্তৃপক্ষের আদেশে করা হইয়াছে এইরূপ অজুহাত অগ্রহণযোগ্য হইবে।

অপরাধসমূহ

১৩। (১) কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তিকে নির্যাতন করিলে তাহা ঐ ব্যক্তির কৃত একটি অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত কোনো অপরাধ-

(ক) সাধনে উদ্যোগী হন

(খ) সংঘটনে সহায়তা ও প্ররোচিত করেন অথবা

(গ) সংঘটনে ষড়যন্ত্র করেন-

তাহা হইলে এই আইনের অধীনে তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) এই আইনে কৃত অপরাধের দায়ভার অপরাধীকে ব্যক্তিগতভাবে বহন করিতে হইবে।

বিচার

১৪। (১) এই আইনের অধীন কোন অপরাধের বিচার কেবলমাত্র দায়রা জজ আদালতে অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) মামলা দায়েরের ১৮০ দিনের মধ্যে বিচারকার্য নিষ্পন্ন করিতে হইবে।

(৩) কোন যক্তিসংগত কারনে উপ-ধারা (২) এর অধীন সময়সীমার মধ্যে মামলার বিচারকার্য সমাপ্ত করা সম্ভব না হইলে আদালত পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে বিচারকার্য সমাপ্ত করিবে।

শাস্তি

১৫। (১) কোন ব্যক্তি এই আইনের ধারা ১৩ এর উপ–ধারা (১) এর অধীনে দোষী সাব্যস্ত হইলে তিনি অন্যূন পাঁচ বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড অথবা অন্যূন পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন এবং উহার অতিরিক্ত পঁচিশ হাজার টাকা ক্ষতিগ্রস্ত/সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি/ব্যক্তিদেরকে ক্ষতিপুরণ প্রদান করিবেন।

(২) কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তিকে যদি নির্যাতন করেন এবং উক্ত নির্যাতনের ফলে উক্ত ব্যক্তি যদি মৃত্যুবরণ করেন তাহা হইলে নির্যাতনকারী এই আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং তজ্জন্য তিনি অন্যূন যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড অথবা অন্যূন এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন এবং উহার অতিরিক্ত দুই লক্ষ টাকা ক্ষতিগ্রস্থ/সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি/ব্যক্তিদেরকে ক্ষতিপুরণ প্রদান করিবেন।

(৩) কোনো ব্যক্তি এই আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (২) এর অধীনে দোষী সাব্যস্ত হইলে তিনি অন্যূন দুই বৎসরের সশ্রম করাদন্ড অতভা অন্যূন বিশ হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

(৪) এই আইনের অধীনে কোন অপরাধের জন্য সাজাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তিকে দন্ড ঘোষণার দিন থেকে ১৪ (চৌদ্দ)দিনের মধ্যে উপ-ধারা (১), (২) ও (৩) এ বর্ণিত অর্থ বিচারিক আদালতে জমা দিতে হইবে। এইরূপ আবশ্যিকতা পুরণ ব্যতীত এই আইনের আওতায় কোন অপরাধের দন্ডের বিরুদ্ধে কোন আপীল করা যাইবে না।

আপীল

১৬। (১) এই আইনের অধীনে অপরাধের দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বিভাগে আপীল করা যাইবে।

(২) ক্ষতিগ্রহস্থ/সংক্ষব্ধ ব্যক্তি/ব্যক্তিরাও আপীল অথবা রিভিউর জন্য উর্ধ্বতন আদালতের দ্বারস্থ হইতে পারিবে।

অ-নাগরিক

১৭। এই আইনের অধীনে কৃত কোনো অপরাধের জন্য যদি বাংলাদেশের নাগরিক নয় এমন কাউকে গ্রেফতার করা হয় সে ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি-

(ক) বাংলাদেশে অবস্থিত তাহার দেশের হাই কমিশনের সহিত

(খ) বাংলাদেশে তাহার দেশের হাই কমিশন না থাকিলে পার্শ্ববর্তী দেশে অবস্থিত তাহার দেশের হাই কমিশনের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতে পারিবে।

প্রত্যর্পন

১৮। (১) এই আইনের অধীনে কৃত কোন অপরাধের জন্য যদি বাংলাদেশের নাগরিক নয় এমন কাউকে গ্রেফতার করা হয় সেক্ষেত্রে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট দেশের কর্তৃপক্ষকে উক্ত অপরাধের বিচারের নিমিত্তে তাহাকে প্রত্যর্পন করিতে অনুরোধ জানাইবে।

(২) নির্যাতনের অভিযোগে অভিযুক্ত বাংলাদেশের নাগরিক নয় এমন কোনো ব্যক্তিকে প্রত্যর্পনের জন্য অপর কোনো দেশের সরকার বাংলাদেশের সরকারকে অনুরোধ জানাইলে এ বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগ অনুরোধ জ্ঞাপনকারী দেশকে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত অথবা প্রস্তাবিত ব্যবস্থা সম্পর্কে তাৎক্ষনিকভাবে উক্ত ব্যক্তির বিচার অথাব প্রত্যর্পন সম্পর্কে অবহিত করিবে।

(৩) এই আইনের অধীনে নির্যাতনের অপরাধে অভিযুক্ত বাংলাদেশের নাগরিক নয় এমন কোন ব্যক্তিকে প্রত্যর্পনের জন্য সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার অনুরোধ করিলে প্রত্যর্পন আইন, ১৯৭৪(১৯৭৪

সালের ৫৮ নং আইন) অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(৪) বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে অপর যেসব দেশের সরকারের প্রত্যর্পন ব্যবস্থা রহিয়াছে (প্রত্যর্পন আইন ১৯৭৪) সেই ব্যবস্থার মধ্যে সনদে উল্লিখিত নির্যাতন এবং নির্যাতনের সহায়তা প্ররোচনা অথবা ষড়যন্ত্র সংজ্ঞা বিধৃত রহিয়াছে বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হইবে।

(৫) যে সকল দেশের সহিত বাংলাদেশের প্রত্যর্পন চুক্তি নাই সে সকল দেশের কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা হইলে প্রত্যর্পন আইন ১৯৭৪ (১৯৭৪ সালের ৫৮ নং আইন) অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(৬) নির্যাতন অপরাধের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়েরের জন্য প্রয়োজনীয় সাক্ষ্যপ্রমান সে দেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সরকার সরবরাহ করিতে পারিবে।

ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা ও অপ্রত্যক্ষ প্রমান

১৯। কোন সরকারি অথবা তাহার পক্ষে কর্তব্যরত কোন ব্যক্তির গাফিলতি বা অসতর্কতার কারনে অভিযোগকারী ক্ষতিগ্রস্থ হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকেই প্রমান করিতে হইবে যে, তাহার বা তাহার পক্ষে

কর্তব্যরত ব্যক্তির গাফিলতি বা অসতর্কতার কারণে ঐ ক্ষতি হয় নাই।

বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

২০। সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।



এডভোকেট শাহিন মোঃ আমান উল্লাহ প্রধান

পিতা : এলাহী প্রধান, মাতা : বেগম নূরজাহান, সহধর্মনী : ইসরাত আমান সুইট, ছেলে : আফসিন আমান আপন, মেয়ে : আদিবা আমান উপমা, মুন্সীগঞ্জ জেলা সদরের আধারা ইউনিয়নের জাজিরা কুঞ্জ নগর গ্রামে এক কৃষক পরিবারে জন্ম। সাংস্কৃতিক সংগঠক, ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব, নাট্য অভিনেতা, নজরুল সংগীত শিল্পী, আবৃত্তিকার, নজরুল চেতনায় অনুপ্রাণিত বহুমুখী সৃষ্টিতে বিশ্বাসী।

প্রভাষক মুন্সীগঞ্জ 'ল' কলেজ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক জেলা আইনজীবী সমিতি মুন্সীগঞ্জ। সম্পাদক দৈনিক রজত রেখা, সাধারণ সম্পাদক রাজা শ্রীনাথ টেনিস ক্লাব মুন্সীগঞ্জ, সম্পাদক হরেন্দ্র লাল পাবলিক লাইব্রেরী মুন্সীগঞ্জ, সাবেক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সম্মিলিত সাংস্কৃতি জোট মুন্সীগঞ্জ, কার্য নির্বাহী সদস্য জেলা ক্রীড়া সংস্থা মুন্সীগঞ্জ, সদস্য সচিব কমিউনিটি পুলিশিং ফোরাম মুন্সীগঞ্জ সদর, বেসরকারি কারা পরিদর্শক জেলা কারাগার মুন্সীগঞ্জ।

নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের ছাত্র নেতা।



রিমান্ড আইন

এডভোকেট শাহিন মোঃ আমান উল্লাহ প্রধান